



কৈশোরকালীন পুষ্টি পরিকল্পনার
প্রায়োগিক নীতিমালা
২০১৯

জাতীয় পুষ্টি সেবা
জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়



সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সংক্ষিপ্ত রূপ.....	
কৃতজ্ঞতা.....	
মুখবন্ধ.....	
অধ্যায় ১ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	
১.১ লক্ষ্য.....	
১.২ উদ্দেশ্য.....	
১.৩ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য.....	
অধ্যায় ২ পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ	
২.১ বহু খাতের সমন্বয় সাধন (জাতীয় এবং উপ-জাতীয় পর্যায়ে)	
২.১.১ জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয় সাধন	
২.১.২ উপ-জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয় সাধন	
২.২ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির অংশগ্রহণ	
২.৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালনা	
২.৩.১ শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন	
২.৩.২ শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কাজ	
২.৩.৩ শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি	
২.৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন	
২.৫ ব্যবস্থাপকবৃন্দ/সেবা প্রদানকারীদের কার্যাবলী, দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি	
২.৫.১ ব্যবস্থাপকবৃন্দ/সেবা প্রদানকারীদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব	
২.৫.২ ব্যবস্থাপকবৃন্দ/সেবা প্রদানকারীদের সামর্থ্য	
অধ্যায় ৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর কিশোরীদের জন্য পুষ্টি পরিকল্পনা	
৩.১ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের প্রসারে পুষ্টি শিক্ষা	
৩.২ ওজন এবং উচ্চতা পর্যবেক্ষণ	
৩.৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উইকলি আয়রন ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশন (উইফা)	
৩.৪ ক্রিমিনাশ	
৩.৫ অপুষ্টির স্বীকার, রক্তশূণ্যতায় ভোগা এবং অন্যান্য পুষ্টি সংক্রান্ত কেস যাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন তাদের পাঠানো	
৩.৬ শারীরিক কর্মকান্ডের প্রচার	
অধ্যায় ৪ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী/ কিশোর কিশোরী ক্লাবের সাথে কমিউনিটি কিশোর কিশোরী ক্লাবের সম্পর্ক স্থাপন	

সংক্ষিপ্ত রূপ

ACN	Advisory Committee on Nutrition পুষ্টি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি
AHI	Assistant Health Inspector সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক
ANC	Antenatal Care জন্মপূর্ব যত্ন
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
BMI	Body Mass Index দেহের ওজন সূচক
CDC	Communicable Disease Control সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ
CSOs	Civil Society Organizations নাগরিক সমাজ সংস্থা
DHIS2	District Health Information System জেলা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থা
DGHS	Directorate General of Health Services স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
DHS	Demographic Health Services জনতাত্ত্বিক স্বাস্থ্যসেবাসমূহ
DPHE	Department of Public Health Engineering জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
DSHE	Directorate of Secondary and Higher Education মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
DWA	Department of Women Affairs মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
FSNSP প্রকল্প	Food Security and Nutrition Surveillance Project খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি তত্ত্বাবধান
HA	Health Assistant স্বাস্থ্য সহকারী
HI	Health Inspector স্বাস্থ্য পরিদর্শক
IEC	Information Education and Communication তথ্য শিক্ষা এবং যোগাযোগ
IFA	Iron Folic Acid আয়রন ফলিক এসিড
IPHN	Institute of Public Health Nutrition জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
NCD	Non-Communicable Diseases অসংক্রামক রোগ
NNS	National Nutrition Services জাতীয় পুষ্টি সেবা
NPAN	National Plan of Action on Nutrition জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা
RDA	Recommended Daily Allowance নির্দিষ্ট দৈনিক ভাতা
SBCC	Social Behavioral Change Communication সামাজিক ব্যবহার পরিবর্তন যোগাযোগ
SMC	School Management Committee বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ
UHFPO কর্মকর্তা	Upazila Health & Family Planning Officer উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

USEO	Upazila secondary Education Officer উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
WASH	Water Sanitation and Hygiene ওয়াটার স্যানিটেশন এবং হাইজিন
WHO	World Health Organization বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
WIFA	Weekly Iron Folic Acid উইকলি আয়রন ফলিক এসিড

কৃতজ্ঞতা

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (DGHS) অধীনস্থ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি ইনস্টিটিউটের (IPHN) জাতীয় পুষ্টি সেবা (NNS) এর নেতৃত্বে অত্যন্ত সমন্বিত সমন্বিত 'কৈশোরকালীন পুষ্টি পরিকল্পনার প্রায়োগিক নীতিমালা ২০১৯' প্রস্তুত করা হয়েছে।

কিশোর-কিশোরী পুষ্টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পেছনে রয়েছে একটি বহু খাত ভিত্তিক পদক্ষেপ। NNS, IPHN এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE) ৮টি বিভাগের ৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি শিক্ষা প্রয়োগ কার্যক্রম পাইলটিং করেন। পাইলট প্রয়োগের ফলাফলস্বরূপ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং সরকারী সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে কিশোর-কিশোরী পুষ্টি প্রোগ্রামিং এর বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। NNS, IPHN নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়া জুড়ে DSHE-এর ইতিবাচক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

NNS, IPHN সিভিল সার্জনবৃন্দ, উপজেলা স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা শিক্ষা অফিসারবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ যারা নীতিমালা তৈরির কর্মশালাগুলোতে অংশ নিয়েছেন এবং ব্যবস্থাপকবৃন্দ ও সেবা প্রদানকারীদের নিকট তা সহজ করে তোলার জন্য বাস্তবসম্মত তথ্য প্রদান করেছেন তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। NNS, IPHN কৈশোরকালীন পুষ্টি প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ উপায় নির্ধারণে কিশোর এবং কিশোরীদের অবদানেরও স্বীকৃতি জানাচ্ছে।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই এক্সপার্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আসা অংশগ্রহণকারীদের যারা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) কিংবা আন্তব্যক্তিক যোগাযোগের (IPC) মাধ্যমে এই পরিচালনা নীতিমালা তৈরিতে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন।

আমি আরো ধন্যবাদ জানাতে চাই ইউনিসেফকে (UNICEF) নীতিমালাটি মাঠকর্মীদের জন্য ব্যবহারবান্ধব করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগত সহায়তা, এবং তা তৈরিতে বিভিন্ন ধাপসমূহে অর্থায়নের জন্য।

আমি আশাবাদী যে, এই জাতীয় 'কৈশোরকালীন পুষ্টি পরিকল্পনার প্রায়োগিক নীতিমালা' বহুস্তরের সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে পুষ্টি মাত্রার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের বেশি কিশোর-কিশোরী যাদের বয়স ১০ থেকে ১৯ বছরে মধ্যে, যাদের সর্বমোট সংখ্যা প্রায় ৩৬ মিলিয়ন (BBS, ২০১৫)। সাম্প্রতিক পুষ্টি বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে বিশেষ করে ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীরা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে (DHS, 2014)। শহর এবং গ্রাম উভয়ক্ষেত্রেই এই বয়সী মেয়েদের খর্বকায় (HAZ < -2SD) হওয়ার মাত্রা বেশি (যথাক্রমে ৩৪.৫% এবং ৩৯.৯%)। রক্তশূন্যতার হার গ্রামাঞ্চলে ৪০%-এর কাছাকাছি এবং শহরাঞ্চলে প্রায় ৩৬%।

কিশোর কিশোরীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের উপর পুষ্টির গুরুতর প্রভাব রয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালীন টেকসই ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস পুষ্টিহীনতা এবং জীবনের প্রথম দশকে খর্বকায়তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। টেকসই ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস কিশোর কিশোরীদের পরিণত বয়সে অসংক্রামক রোগ থেকে দূরে রাখতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালীন পুষ্টিতে বিনিয়োগ তিন ধরনের সুফল বয়ে আনে: বর্তমানে কিশোর কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে, ভবিষ্যতে উন্নত সুখ এবং উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ জীবন আনে এবং তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করে। মনে রাখা জরুরি যে কিশোর কিশোরীদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম প্রয়োজন। কিশোর কিশোরীদের মধ্যে অপুষ্টির তীব্রতা মাথায় রেখে জাতীয় কিশোর কিশোরী স্বাস্থ্য কৌশল ২০১৭-২০৩০ এবং দ্বিতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় (NPAN2) কিছু প্রমাণনির্ভর প্রায়োগিক বিষয়ে আলোকপাত করেছে। যেমন: ১) পুষ্টি শিক্ষাকে মূলধারায় নিয়ে আসা ২) খাদ্যে বৈচিত্র্যের প্রসার ঘটানো ৩) সম্পূরক অণুপুষ্টির প্রয়োগ ৪) কৃমিনাশ ৫) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা ৬) কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি সচেতনতা ৭) শারীরিক কর্মকান্ড ৮) খাদ্যসম্পূরক এবং পুষ্টি বিষয়ে উপদেশ প্রদান।

প্রায়োগিক নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন। প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, গাইড শিক্ষকবৃন্দ, কিশোর কিশোরীদের সমবয়সী দলনেতারা, ক্লাব পরিচালনাকারীরা, কমিউনিটি কিশোর কিশোরী ক্লাবের সমবয়সী দলনেতারা এবং কিশোর কিশোরী-বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবাপ্রদানকারীরা এটি ব্যবহার করবেন। বিভিন্ন সরকারী এবং এনজিওগুলো স্বাস্থ্যসেবা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কমিউনিটি প্লাটফর্ম ব্যবহার করে কিশোর কিশোরীদের জন্য পুষ্টি প্রয়োগের ব্যবস্থা করছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (DGHS) অধীনস্থ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনা এবং সমন্বয় করবে, কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে, ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবে এবং পুষ্টি সেবার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। একইভাবে, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) কমিউনিটি কিশোরকিশোরী ক্লাবে এবং কিশোর কিশোরী-বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনা এবং সমন্বয় করবে, কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে, ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবে এবং পুষ্টি সেবার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

অধ্যায় ১

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১.১ লক্ষ্য

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১.১ লক্ষ্য

পুষ্টি সেবার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, কিশোর কিশোরীদের পুষ্টির অবস্থার উন্নতিসাধন এবং রক্তশূন্যতা ও অতি স্খলতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ

১.২ উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর কিশোরী ক্লাবে এবং কিশোর কিশোরী-বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকা ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের জন্য টেকসই এবং উৎকৃষ্ট পুষ্টি পরিকল্পনার যৌথ প্রয়োগের ব্যবস্থার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান।

১.৩ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- ১০-১৯ বছর বয়সী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কমিউনিটি কিশোর কিশোরী ক্লাবে এবং কিশোর কিশোরী বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী কিশোর কিশোরীর পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
- কিশোর কিশোরীদের শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধির জন্য অণুপুষ্টি গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে অবহিত করা
- সারা বছর জুড়ে সকল কিশোরীদের (মাসিক শুরু হয়েছে এমন ১০-১৯ বছর বয়সী মেয়ে) সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড (WIFA) প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং কৃমিনাশের জন্য সকল কিশোর কিশোরীর বছরে দু'বার অ্যালবেনডাজল (Albendazole) প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে করা উচিত নয় এ তথ্য কিশোর কিশোরীদের পাশাপাশি পরিবার এবং বৃহত্তর কমিউনিটিকে জানাতে কর্মপরিকল্পনা নিশ্চিতকরণ
- হাড় ও পেশীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে তিনবার তীব্র শারীরিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে খেলাধুলা যোগ করা
- মানোন্নয়ন এবং সেবা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ে পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা প্রয়োগ প্রক্রিয়ার হিসাব রাখা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করা
- অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা এবং অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন সেগুলোর জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কমিউনিটি কিশোরকিশোরী ক্লাব এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে রেফারেল ব্যবস্থা চালু করা

অধ্যায় ২

পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ

২.১ বহু খাতের সমন্বয় সাধন (জাতীয় এবং উপ-জাতীয় পর্যায়ে)

২.২ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির অংশগ্রহণ

২.৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালনা

২.৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন

২.৫ ব্যবস্থাপকবৃন্দ/সেবা প্রদানকারীদের কার্যাবলী, দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি

২ পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল

বিদ্যালয়ভিত্তিক পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন বহু খাতের সমন্বয় যেখানে খাতগুলোর দায়িত্ব ও ভূমিকা সুনির্দিষ্ট থাকবে। এই প্রায়োগিক নীতিমালাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিবিধ অধিদপ্তর, বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার কার্যকর সমন্বয় কৌশলটি ব্যাখ্যা করে। একইসাথে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রোগ্রামের কর্মকর্তা ও অংশীদারগণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কিশোর-কিশোরীদের কমিউনিটি ক্লাব এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানকারী দপ্তরগুলোর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন, নজরদারিতে এই নীতিমালা রেফারেন্স সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করবেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরে পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এই নীতিমালাটি কর্মভিত্তিক প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করবে।

২.১ বহু খাতের সমন্বয় সাধন (জাতীয় এবং উপ-জাতীয় পর্যায়ে)

২.১.১ জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয় সাধন

দুটি আলাদা মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের(DGHS) অধীন জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) এর জাতীয় পুষ্টি সেবা (NNS) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (DSHE) মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোর কিশোরীদের জন্য পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হবে।

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দানকারী সংস্থা হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন জাতীয় পুষ্টি সেবা। এই সংস্থা মানসম্মত পুষ্টি সেবা প্রদান এবং তা বজায় রাখার স্বার্থে সকল কৌশলগত নথিপত্র যেমন নীতিমালা, সরঞ্জাম, তথ্য শিক্ষা এবং যোগাযোগ উপকরণ, পুষ্টি উপাদান সরবরাহ, নজরদারী এবং মূল্যায়নের দায়িত্বে রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের দিকনির্দেশনা, পরিচালনা এবং নজরদারীর জন্য স্থাপিত প্রধান জাতীয় সমন্বয়কারী সংস্থা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিদ্যালয়সমূহের বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন নিশ্চিত করার প্রধান জাতীয় সমন্বয়কারী সংস্থা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (CDC) মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বছরে দুইবার কুমিনাশকরণ সপ্তাহ পালনের দায়িত্বে রয়েছে।

সরকারী সংস্থাসমূহসহ সকল অংশীদারগণের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে-

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, MOWCA-এর অধীন কিশোর কিশোরীদের ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রকল্প অফিস, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কিশোর কিশোরীদের ক্লাবে পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজ বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) –এসব জাতীয় সমন্বয়কারী সংস্থার মধ্যে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন।

২.১.২ উপ-জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয় সাধন

পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মক্ষমতার উন্নয়ন, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক, গাইড শিক্ষক, কিশোর-কিশোরীদের দলের প্রধান এবং বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের অবহিত করার দায়িত্বে থাকবে জেলা সিভিল সার্জন অফিস এবং জেলা শিক্ষা অফিস। তাঁরা বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও WASH কর্মসূচি সিভিল নিশ্চিত করবেন।

জেলা সিভিল সার্জন অফিস এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা অফিস শিশু অধিকার ফ্যাসিলিটেটর, উপজেলা পরিষদ সদস্য (মহিলা), সমবয়সী কিশোর-কিশোরী নেতা যারা MOWCA পরিচালিত কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলোতে কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম প্যাকেজ বাস্তবায়নে জড়িত তাঁদের পরিকল্পনা এবং সামর্থ্য বৃদ্ধিতে দায়িত্ব পালন করবেন।

জেলা সিভিল সার্জন অফিস এবং জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ, মাদ্রাসাসমূহ, কিশোর কিশোরীদের ক্লাব এবং কিশোর কিশোরী-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার উন্নতিকল্পে এবং সাহায্যকারী নজরদারীর কাজ করবে।

উপ-জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের উপযোগী কার্যক্রমসমূহ-

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ, মাদ্রাসাসমূহ, কিশোর কিশোরীদের ক্লাব এবং কিশোর কিশোরীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবায় পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং সহযোগিতা বিষয়ে সিভিল সার্জনের অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের (DWA) জেলা অফিস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) মধ্যে দ্বিমাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন।

২.২ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের অংশগ্রহণ

জেলা সিভিল সার্জনের অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরুর আগেই বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদকে (SMC) এ বিষয়ে জানাবে এবং ধারণাটির সাথে পরিচিত করবে। SMC বছরব্যাপী এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় পর পর পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম (যেমন পুষ্টি মেলা, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার) আয়োজন করবে।

২.৩ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাব

২.৩.১ শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন

শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলো মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে কিশোর ও কিশোরীদের পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজ বাস্তবায়নকারী অন্যতম প্রধান গ্রুপ। প্রতিটি বিদ্যালয় শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠনে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো অনুসরণ করবে-

- ৩০ জন শিক্ষার্থীর (৬ষ্ঠ-৯ম প্রত্যেক শ্রেণী থেকে ৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে) সমন্বয়ে শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠিত হবে। সহশিক্ষা বিদ্যালয়সমূহে ৩০ জন সদস্যের মধ্যে কিশোর কিশোরীদের অনুপাত হবে ৫০:৫০
- ৩০ জন সদস্যের মধ্য থেকে দুইজন দলনেতা (একজন কিশোরী এবং একজন কিশোর) নির্বাচিত হবে যারা তাদের গাইড শিক্ষকের (লিঙ্গভিত্তিক বিদ্যালয়সমূহে দুজন শিক্ষক অথবা দুজন শিক্ষিকা) সাথে কাজ করবে
- ৩০ জন ক্লাব সদস্য তাদের নিজেদের শ্রেণীতে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য সমবয়সী শিক্ষক হিসেবে কাজ করবে।
- বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী পুষ্টি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে
- নবম শ্রেণি উত্তীর্ণ সদস্যদের জায়গা পূরণ করতে ও নতুন নতুন শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিতে প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর সমবয়সী দলনেতা ও ক্লাব সদস্যগণ পরিবর্তিত হবে।
- বিদ্যালয়গুলোতে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে ক্লাবের সদস্যদের সহায়তার জন্য ২ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা গাইড শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা পালন করবেন।
- পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ক্লাবের সদস্যগণ তাদের সমবয়সী দলনেতার কাছে এবং দলনেতা তাদের গাইড শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে রিপোর্ট প্রদান করবে।

শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যোগ্যতা অনুসরণ করবে-

- সকল/ অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা;
- বিদ্যালয়ে পরিচালিত পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক;
- বিদ্যালয়ে পরিচালিত পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইচ্ছুক;
- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পরিচালিত ও সংগঠিত করার নেতৃত্বের গুণাবলী সমৃদ্ধ, ক্লাব কার্যক্রমে সক্রিয়, জনসমক্ষে বক্তৃতায় পারদর্শী এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষ।

পরিশেষে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদেরকে তাঁদের সন্তানের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তাঁদের সন্তানের এহেন শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের গাইড শিক্ষক/ শিক্ষিকার অধীনে কর্মকাণ্ডে সম্মতি গ্রহণ করবে।

২.৩.২ শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কাজ

- ✦ বিদ্যালয় ক্লাবের কার্যক্রমের জন্য একটি শ্রেণিকক্ষ বরাদ্দ করবে যা কিশোরীদের জন্য নিরাপদ স্থান হবে।
- ✦ প্রতি সপ্তাহে একবার (বৃহস্পতিবার) ক্লাবের সকল সদস্য ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে এক ঘণ্টার জন্য একত্রিত হবে।
- ✦ প্রতি বৃহস্পতিবার দলের নেতা/সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে পুষ্টিসংক্রান্ত কোন একটি বিষয়ে জানবে এবং আলোচনা করবে এবং কীভাবে তা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো যায় সে বিষয়ক কার্যপদ্ধতি চূড়ান্ত করবে।
- ✦ প্রতি রবিবার অথবা সপ্তাহের অন্য কোন দিনে নির্দিষ্ট সময়ে দলের নেতা/সদস্যগণ গাইড শিক্ষক/শিক্ষিকার সহযোগিতায় পুষ্টির কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞান ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা করবে।
- ✦ পুষ্টিবিষয়ক কোন সরঞ্জাম থাকলে তা স্ব-স্ব শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করবে।
- ✦ নিজেদের কাজ পরিকল্পনামাফিক করবে এবং বাকিদেরও ক্লাবের কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত করবে।
- ✦ অনিয়মিত সদস্যদের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।
- ✦ ক্লাবের সদস্যদের (দলনেতা ও সদস্য) জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে।
- ✦ ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে যেখানে সকল শিক্ষার্থীর উচ্চতা ও ওজনের পরিমাপ বছরে দুইবার করে রেকর্ড করা হবে।
- ✦ কিশোরীদের জন্য সরবরাহকৃত আয়রন ফলিক এসিড (IFA) বিতরণের জন্য, গাইড শিক্ষক/শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে সকল শিক্ষার্থীর কুমিনাশকরণ কর্মসূচী সম্পর্কে রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে
- ✦ ক্লাবের দলনেতা ও সদস্যগণ কমিউনিটি কিশোর কিশোরী ক্লাবগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করবে এবং পুষ্টি সম্পর্কে নিজেদের অর্জিত জ্ঞান কমিউনিটি কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেবে
- ✦ দলনেতা ও দলের সদস্যগণ পরিবারের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের বাহক হিসেবে এবং অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করবে।

২.৩.৩ শিক্ষার্থী/ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি

বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE), জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের(DWA) সহায়তায় এবং সিভিল সার্জনের অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সরঞ্জামাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে:

- ✦ পুস্তিকা, প্রশিক্ষণ মডিউল, ফ্লিপ চার্ট, আয়রন ফলিক এসিড ডায়রি অথবা কার্ড এবং অন্যান্য তথ্য শিক্ষা এবং যোগাযোগ উপকরণ যা জাতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত ও প্রস্তুতকৃত।
- ✦ রিপোর্ট বই ও রেজিস্টারসমূহ।
- ✦ খেলাধুলার উপকরণ, সাংস্কৃতিক উপকরণ যেমন: বাদ্যযন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক পোশাক।
- ✦ পুষ্টির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য উচ্চতা ও ওজন মাপার যন্ত্র এবং উচ্চতা/ওজনের চার্ট।

২.৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসায় উপদেষ্টা কমিটি গঠন

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের প্রধান, প্রধান শিক্ষক, গাইড শিক্ষক/শিক্ষিকা, শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক/শিক্ষিকা (যদি থাকে), স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/স্বাস্থ্য সহকারী এবং দুইজন অভিভাবক (একজন পুরুষ এবং অন্যজন মহিলা) এর সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে।

উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কাজের ধরণ

- ✦ বিদ্যালয়গুলোতে পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের ওপর সার্বিক নজরদারী।
- ✦ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন GOB বিভাগগুলোর মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় নিশ্চিত করা।
- ✦ পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ ও সরঞ্জামাদির যোগান নিশ্চিত করা।
- ✦ বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োগকৃত পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজের উপকারিতা সম্পর্কে অভিভাবকদের জানানো নিশ্চিত করা।
- ✦ নীতিমালা অনুসারে নথিপত্র ও রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

- ✦ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এর জেলা এবং উপজেলা অফিসসমূহে বিদ্যালয়ে পুষ্টি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে WASH এর কর্মসূচিসমূহে সহযোগিতা ও সংযুক্তি নিশ্চিত করা।
- ✦ মাসিক প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময়সূচী
- ✦ বিদ্যালয়ে পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কোন বাধা/বিপত্তি থাকলে সহায়তার মাধ্যমে তা দূরীকরণ নিশ্চিত করা।

২.৫ ব্যবস্থাপক/সেবা প্রদানকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ এবং তাদের কর্মক্ষমতার উন্নয়ন

২.৫.১ ব্যবস্থাপক/সেবা প্রদানকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

সিভিল সার্জনদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ✦ কৈশোরকালীন পুষ্টি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- ✦ IPHN এর সাথে কৈশোরকালীন পুষ্টি পরিকল্পনার সমন্বয় এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা নিশ্চিত করা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- ✦ জেলা-ওয়ারি বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা করা।
- ✦ প্রতি মাসে পর্যবেক্ষণের তথ্য সন্নিবেশ এবং IPHN এ পাঠানো নিশ্চিত করা।
- ✦ সুপারভাইজার এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য কৈশোরকালীন পুষ্টির উপর কর্মক্ষমতা উন্নয়নসূচক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ।
- ✦ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কিশোরদের সামাজিক ক্লাব এবং কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কৈশোরকালীন পুষ্টি পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ।
- ✦ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সহায়তা সংস্থা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহের মধ্যে কার্যকরী রেফারেল সিস্টেমের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা

- ✦ জেলা সিভিল সার্জন অফিস আয়োজিত কৈশোরকালীন পুষ্টির উপর সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ।
- ✦ FWA এর খানা পরিদর্শনকালে কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির উপর কাউন্সেলিং এর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।
- ✦ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সহায়তা সংস্থা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহের মধ্যে কার্যকরী রেফারেল সিস্টেমের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

জেলা শিক্ষা অফিসারের ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ✦ জেলা সিভিল সার্জন অফিস কর্তৃক আয়োজিত কিশোর কিশোরীদের পুষ্টির উপর সমন্বয় সভায় উপস্থিত থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এর প্রয়োগের তথ্য দেয়া।
- ✦ উপজেলার USEO যাতে নীতিমালা অনুসারে কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টির উপর প্রশিক্ষণ পায় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যাতে সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তা নিশ্চিত করা।
- ✦ কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহের লক্ষ্যে সিভিল সার্জন অফিসের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।
- ✦ M&E নীতিমালা অনুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ থেকে যাতে USEO-রা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে নিয়োজিত হয় তা নিশ্চিত করা।
- ✦ কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি পরিকল্পনার মানসম্পন্ন প্রয়োগের লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ করা।

প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ✦ পুষ্টি পরিকল্পনার জন্য দুইজন শিক্ষককে গাইড শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া।
- ✦ পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণির সকল শ্রেণি শিক্ষককে পুষ্টি পরিকল্পনার সাথে পরিচিত করা।
- ✦ নিয়মিত ক্লাস রুটিনের মধ্যেই শিক্ষার্থী/কিশোর ক্লাবদের কার্যক্রম এবং পুষ্টি শিক্ষা সেশনের জন্য সময় ও স্থান নিশ্চিত করা।
- ✦ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজ সম্পর্কে অন্যান্য শ্রেণি শিক্ষক, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং SMC সদস্যদের পরিচিতি নিশ্চিত করা।
- ✦ বিদ্যালয়ে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও পুষ্টি সরঞ্জামের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- ✦ নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ✦ কৃষিপ্রতিরোধ দিবসের কার্যক্রমে সর্বজনীন (SMC, শিক্ষার্থী/শিক্ষক, শিক্ষার্থী) অংশগ্রহণ সমন্বয় করা।
- ✦ প্রতি ছয় মাস অন্তর অভিভাবক দিবসের আয়োজন করা এবং কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি এবং WIFA এর গুরুত্ব সম্পর্কে জোর দেয়া।

গাইড শিক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ✦ ক্লাব গঠন ও কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।
- ✦ বিদ্যালয়ে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা।
- ✦ সমবয়সী দলনেতাদের পাঙ্কিক রিভিউ মিটিংয়ের নির্দেশনা দেয়া।
- ✦ রেকর্ড সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রদানে সমবয়সী দলনেতাদের পরিচিত করানো, সমর্থন দেয়া এবং তত্ত্বাবধান করা।

শ্রেণিকক্ষের সেশনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ প্রস্তুতে সমবয়সী দলনেতা/ক্লাব সদস্যদের সহায়তা করা।

- ✦ পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ এবং ক্লাবসমূহে নিয়মাবলীর অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ✦ পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষার বাইরে অন্যান্য পুষ্টি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, যেমন- উইকলি আয়রন ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশন (WIFA), বাল্যবিবাহবিরোধী প্রচারণা, কুমিনাশক, শারীরিক কার্যক্রম ইত্যাদির পদ্ধতিগত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- ✦ স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নিরাপদ পানি, এবং পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের কাছে সুযোগ-সুবিধার চাহিদা উত্থাপনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল করা।
- ✦ রক্তশূন্যতা ও অপুষ্টিতে ভোগা শিশু, যাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন তাদের জন্য রেফারেল পদ্ধতি তৈরি করা।

নির্দিষ্ট শ্রেণিসমূহের (পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণি) শ্রেণি শিক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ✦ সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড বিতরণে তাদের সক্রিয় সমর্থন নিশ্চিত করা।
- ✦ ১০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী কিশোরী যাদের ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে তাদের একটি তালিকা তৈরি করা।
- ✦ আয়রন ফলিক এসিডের পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা এবং প্রতিদিনকার উপস্থিতির রেকর্ড রাখতে গাইড শিক্ষকদের সাথে কাজ করা।
- ✦ যে কিশোরীরা IFA পায়নি তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য গাইড শিক্ষকদের সাথে সমন্বয় সাধন।
- ✦ সকল শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজ নিজ ক্লাসে নির্দিষ্ট বিষয়ে পুষ্টি শিক্ষা প্রদানের জন্য সপ্তাহে একটি দিন এবং সময় ঠিক করতে সমবয়সী শিক্ষকদের সহায়তা করা।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক (HI) এবং সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শকের (AHI) ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ✦ প্রয়োজন অনুসারে পুষ্টি পরিকল্পনার বাস্তবায়নে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সমর্থন আদায়।
- ✦ শিক্ষার্থী/কিশোর ক্লাস গঠন এবং ক্লাব সদস্য নির্বাচনে বিদ্যালয়কে সহায়তা করা।

জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের সাথে সমন্বয় করে গাইড শিক্ষক, সমবয়সী দলনেতা এবং সমবয়সী শিক্ষকদের পরিচিতি/প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- ✦ রসদ ও পুষ্টি সরঞ্জাম (আইএফএ ট্যাবলেট, এলবেনডাজল ট্যাবলেট, তথ্য ও যোগাযোগ শিক্ষা উপকরণ) সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- ✦ বিদ্যালয়ে উইফা, কুমিনাশক, পুষ্টি শিক্ষা সেশনের রেকর্ড এবং প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।
- ✦ প্রচলিত অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা ইত্যাদিতে ভোগা শিক্ষার্থী যাদের চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন তাদের জন্য বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের রেফারেল সংযোগ রক্ষায় সহায়তা করা।
- ✦ জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসসমূহে বিদ্যালয়ে পুষ্টি মেলায় সহায়তা করা (এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগকে জড়িত করে)

- ✦ পুষ্টি কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে পর্যবেক্ষণমূলক পরিদর্শন করা।
- ✦ তার নিজ তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়সমূহ থেকে মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং সংকলন করে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারদের মাধ্যমে সিভিল সার্জনের কাছে পৌঁছানো।
- ✦ বিদ্যালয়সমূহে পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজের বাস্তবায়নে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের সাথে সমন্বয় রক্ষা।
- ✦ খাদ্যাভ্যাস, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুতকরণ, কৈশোরকালীন পুষ্টিলাভে বাল্যবিবাহের খারাপ প্রভাব, অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি, মুটিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সামাজিক জ্ঞান, সচেতনতা এবং আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে মাসিক উঠান বৈঠক এবং অভিভাবক সভার পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন।

জেলা স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসারের (DHEO) ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ✦ স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং সহকারি স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সাথে সমন্বয় করে নিজ কর্মক্ষেত্রের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মাসিক পুষ্টিবিষয়ক সেশনের পরিকল্পনা করা।
- ✦ অভিভাবক সভায় উপস্থিত থেকে পুষ্টির উপর সেশন করা।
- ✦ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, গাইড শিক্ষক, সমবয়সী দলনেতা এবং সমবয়সী শিক্ষকদের পরিচিতি/প্রশিক্ষণে সহায়তা এবং অংশগ্রহণ।
- ✦ অপুষ্টি, রক্তশূন্যতায় ভোগা কিশোর-কিশোরী এবং গর্ভবতী কিশোরীদেরকে সঠিক পরিচর্যার জন্য কিশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফার করা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের (USEO) ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ✦ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ এবং প্রধান শিক্ষকদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয় ক্লাব গঠন এবং গাইড শিক্ষক মনোনয়ন করা।
- ✦ স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং সহকারি স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সাথে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, গাইড শিক্ষক, সমবয়সী দলনেতা এবং সমবয়সী শিক্ষকদের পরিচিতি/প্রশিক্ষণে সহায়তা এবং অংশগ্রহণ।
- ✦ বিদ্যালয়ে পুষ্টিমেলা অনুষ্ঠানে সহায়তা করা (এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগকে জড়িত করে)।
- ✦ পুষ্টি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহ নিয়মিত তদারকি করা।
- ✦ বিদ্যালয়সমূহে পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজ এবং কার্যকরী প্রতিবেদন ব্যবস্থার বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসের সাথে সমন্বয় রক্ষা।
- ✦ বিদ্যালয়ে পুষ্টি পরিকল্পনার সমর্থনে WASH সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা অফিসের সাথে সমন্বয় রক্ষা।
- ✦ কুমিনাশক কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রতিবেদনে সিডিসির সাথে সমন্বয় রক্ষা।

স্বাস্থ্য সহকারী (HA) এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীর (FWA) ভূমিকা ও দায়িত্ব

- ✦ খাদ্যাভ্যাস, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুতকরণ, কৈশোরকালীন পুষ্টিলাভে বাল্যবিবাহের খারাপ প্রভাব, অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি, মুটিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সামাজিক জ্ঞান, সচেতনতা এবং আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে মাসিক উঠান বৈঠক এবং অভিভাবক সভার পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন।
- ✦ উঠান বৈঠকের মাসিক পরিকল্পনা স্বাস্থ্য পরিদর্শক/সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের সাথে সমন্বয় করে তৈরি করা যাতে করে একই কাজ দুইবার না হয় এবং বেশি জায়গায় পৌঁছা যায়।
- ✦ অপুষ্টি, রক্তশূন্যতায় ভোগা কিশোর-কিশোরী এবং গর্ভবতী কিশোরীদেরকে সঠিক পরিচর্যার জন্য কিশোর-কিশোরীবান্ধব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফার করা।

জেলা ও উপজেলা পরিসংখ্যানবিদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

- উপজেলা ও জেলা পরিসংখ্যানবিদেরা স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রদত্ত পর্যবেক্ষনের নীতিমালা অনুসারে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গ্রহণ এবং যখন বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে, যেমন কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবসমূহের মাধ্যমে পুষ্টি পরিকল্পনার বাস্তবায়নের তথ্য আসে তখন তা এমএন্ডই সিস্টেমের অনুসারে সিস্টেমে প্রবেশের দায়িত্ব পালন। সিস্টেম তৈরির পূর্বে পরিসংখ্যানবিদেরা স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাছ থেকে ম্যানুয়াল রিপোর্ট নিয়ে সংকলন করবেন এবং তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত পুষ্টি তথ্য ও পরিকল্পনা ইউনিটে পৌঁছে দেবেন।

২.৫.২. ব্যবস্থাপক এবং সেবা প্রদানকারীদের কর্মক্ষমতার উন্নয়ন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজের পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পদক্ষেপ হলো সচেতনতা। কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নানান পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জড়িত বিভিন্ন কার্যকরীদেরকে পরিচিত এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর সেবা প্রদানকারী ও ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কৈশোরকালীন পুষ্টি পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভে নিম্নলিখিত কর্মক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ সুপারিশ করা হলো।

মাস্টার ট্রেনার তৈরি: বিদ্যালয় ও সামাজিকভাবে কৈশোরকালীন পুষ্টি পরিকল্পনার বাস্তবায়নে উন্নত মাস্টার ট্রেনার সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যারা কৈশোরকালীন পুষ্টি পরিকল্পনার বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের থেকে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান মাস্টার ট্রেনার নির্বাচন করবে। জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর মাস্টার ট্রেনারদের জন্য যৌথভাবে একটি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের (Training of the Trainers (TOT)) বন্দোবস্ত করবে যেন তাঁরা পরবর্তীতে পুষ্টি পরিকল্পনা প্যাকেজের উপর ব্যবস্থাপক ও সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ/পরিচিতি প্রদান করতে পারেন। উপ-জাতীয় স্তরে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার জন্য TOT-এ অংশ নিতে পারবেন নিম্নলিখিতরা:

- জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি

- উপপরিচালক, বিদ্যালয় (আঞ্চলিক)
 - জেলা শিক্ষা অফিসার
 - মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক
-
- পরিচিতি কর্মসূচি (জাতীয় ও উপ-জাতীয় স্তরে) : এটি জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, পরিবার পরিকল্পনা উপপরিচালক, জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ এবং প্রধান শিক্ষকদের জন্য হবে। এই কর্মসূচি জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হবে। মাস্টার ট্রেনারেরা স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপক এবং সেবা প্রদানকারীদের জন্য এই পরিচিতি কর্মসূচি পরিচালনা করবেন। এই কর্মসূচিতে উৎস নথি হিসেবে অনুমোদিত কৈশোরকালীন পুষ্টি প্রশিক্ষণ মডিউলটি ব্যবহৃত হবে। পরিচিতি কর্মসূচিটি মূলত কার্যক্রমের মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন এবং একটি কার্যকরী পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপরে জোর দেবে।
 - গাইড শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ: উপজেলা স্তরে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি বছরে একবার করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার অথবা মনোনীত মেডিকেল অফিসারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। কৈশোরকালীন পুষ্টি প্রশিক্ষণ মডিউল, তথ্য ও যোগাযোগ শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষকদের জন্য পুস্তিকা ইত্যাদি হবে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবহার্য নথি।
 - শিক্ষার্থী/কিশোর ক্লাবের সদস্যদের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ: স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রের উপজেলা অফিসার অথবা জাতীয় পর্যায়ে মাস্টার ট্রেনারদের সহায়তায় গাইড শিক্ষকেরা প্রতিবছর একবার করে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি চালাবেন। এই প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হবে বিভিন্ন ইস্যুর পুস্তিকা, তথ্য ও যোগাযোগ শিক্ষাবিষয়ক উপকরণ, শিক্ষামূলক বিনোদন উপকরণ ইত্যাদি।
 - সকল শিক্ষকদের জন্য পরিচিত কর্মসূচি: প্রধান শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের সহায়তায় এই পরিচিতি কর্মসূচিটি গাইড শিক্ষক পরিচালনা করবেন।
 - সকল শিক্ষার্থীর জন্য পরিচিতি কর্মসূচি: শিক্ষার্থী/কিশোর ক্লাব কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে এই পরিচিতি কর্মসূচিটি খুবই প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ের প্রতি পঞ্জিকাবর্ষের শুরুতে এটি অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে।
 - অভিভাবকদের জন্য পরিচিতি কর্মসূচি: অভিভাবক সভার অংশ হিসেবে প্রত্যেক পঞ্জিকাবর্ষের শুরুতে পুষ্টি বিষয়ে এই পরিচিতি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।
 - শিক্ষার্থী/কিশোর ক্লাব সদস্যদের জন্য রিফ্রেশার ট্রেনিং: শ্রেণিকক্ষ সেশনে সমাধান না হওয়া ইস্যুসমূহের সমাধানমূলক কর্মশালা হিসেবে এই রিফ্রেশার ট্রেনিং বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত হতে পারে। উপজেলা স্তরের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রের অফিসসমূহের সহায়তায় গাইড শিক্ষকেরা এই রিফ্রেশার ট্রেনিং পরিচালনা করবেন।

অধ্যায় ৩

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রমের
প্যাকেজ

- ৩.১ পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎসাহিত করা
- ৩.২ ওজন এবং উচ্চতা পর্যবেক্ষণ
- ৩.৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক অ্যাসিড
(ডাব্লুআইএফএ) এর সম্পূরক
- ৩.৪ কৃমিনাশ
- ৩.৫ পুষ্টিহীনতা, রক্তশূন্যতা এবং অন্যান্য পুষ্টির ক্ষেত্রে যাদের
চিকিৎসার প্রয়োজন তাদেরকে রেফার করা
- ৩.৬ শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহিত করা

৩ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রমের প্যাকেজ

কৈশোরকালীন পুষ্টি নির্দেশিকা (এনএনএস, আইপিএইচএন ২০১৮) ৮টি বিষয়ের রূপরেখা
দিয়েছে যেমনঃ কৈশোরকাল এবং বয়ঃসন্ধিকাল কী, কৈশোরকালীন পুষ্টিগত অবস্থা, কিশোর-
কিশোরীদের খাদ্য ও পুষ্টি, অপুষ্টিজনিত সমস্যা ও তার প্রতিরোধ, নিরাপদ পানি ও খাদ্য, ব্যক্তিগত
স্বাস্থ্যবিধি, বাল্য বিবাহ এবং নবজাতকদের যত্নসহ গর্ভাবস্থায় পরিচর্যা। বর্তমানে বয়ঃসন্ধিকালের
পুষ্টি সম্পর্কিত ডব্লুএইচও এর বিদ্যমান প্রমাণ-অবহিত ইন্টারভেনশনগুলো এবং প্রাসঙ্গিক
নীতিগুলিকে সর্বোপরি ৮টি প্রধান কার্যধারায় বিভক্ত করা হয়েছে, যেগুলো হলো; স্বাস্থ্যকর
খাদ্যাভ্যাসের প্রচার, প্রধান খাবার এবং নির্দিষ্ট পরিপূরককে ফর্টিফিকেশনের মাধ্যমে অতিরিক্ত
অণুপুষ্টি সরবরাহ করা; তীব্র অপুষ্টিজনিত সমস্যা মোকাবেলা করা; বাল্যবিবাহকে প্রতিরোধ করা;
কৈশোরকালীন গর্ভাবস্থা এবং সন্তান জন্মদানের দুর্বল প্রজনন ফলাফল প্রতিরোধ করা; গর্ভপূর্ব ও
গর্ভকালীন পুষ্টি উন্নত করা; নিরাপদ পরিবেশ এবং হাইজিন সহজলভ্য করা; বিভিন্ন শারীরিক
কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা; এবং রোগ প্রতিরোধ করা ও মোকাবিলা করা।

নিম্নের কার্যক্রমগুলোকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে সম্ভাব্য বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং কর্ম পরিধি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুষ্টি কার্যক্রমের প্যাকেজকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

- পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাসের বিভিন্নতাকে উৎসাহিত করা।
- ওজন এবং উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করা।
- সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড (ডব্লুআইএফএ) এর সম্পূরণ
- কৃমিনাশ
- পুষ্টিহীনতা, রক্তাশূন্যতা এবং অন্যান্য পুষ্টির ক্ষেত্রে যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন তাদেরকে রেফার করা
- শারীরিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা

৩.১ পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রোমোট করা

বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার প্রাথমিক কারণ খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণের অপরিপূর্ণতা। যদিও বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের উপাত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্ব করে এমন তথ্য এখনও খুব কম তবু ১৯৯৯ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে শহুরে স্কুল ছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে মাত্র ৯ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ শক্তি এবং প্রোটিনের জন্য রেকোমেন্ডেড ডায়েটরি আলোয়েন্স (আরডিএ) এর সাথে মিল রেখে খাবার গ্রহণ করে (Ahmed et al., 1998)। বাংলাদেশে অপুষ্টির প্রাথমিক অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত (Sen and Hook, 2012)। সাম্প্রতিক তথ্য (এফএসএনএসপি, ২০১৩) থেকে আমরা দেখতে পাই যে, খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রে, মহিলারা তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দিকে তাকিয়ে প্রথমে নিজেরাই খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

মূলত কৈশোরকালই হচ্ছে সঠিক খাদ্যাভ্যাস তৈরির সঠিক সময়। কিশোর-কিশোরীরা সাধারণত নতুন আইডিয়া নেয়ার ব্যাপারে উদার থাকে এবং কৈশোরে কৌতূহল, আগ্রহের সাথে নেয়া অভ্যাসগুলো সাধারণত আজীবন স্থায়ী হয়। সর্বোপরি, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীরা পরিবার থেকে প্রাপ্ত খাদ্যাভ্যাসের তুলনায় তাদের ব্যক্তিগত পছন্দগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে এবং তারা কখন, কোথায় কী খায় তার উপর ক্রমে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে (Thomas 1991; Shepherd and Dennison, 1996; Spear 1996)। মূলত কৈশোর অবস্থায় 'পুষ্টি আচরণের উন্নতি করা প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাস্থ্যের জন্য বিনিয়োগ করা।

গাইড শিক্ষক সমবয়সী দলনেতাদের সাথে নিয়ে সকল শ্রেণীর জন্য একটি ত্রৈমাসিক পুষ্টি শিক্ষা অধিবেশন করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন এবং সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ক্লাবের সময় শিক্ষার্থী/কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ক্লাবের সমবয়সী শিক্ষকদের জন্য পুষ্টি শিক্ষার উপর সাপ্তাহিক প্রস্তুতিমূলক অধিবেশন পরিচালনা করবেন। গাইড শিক্ষকদের সাথে সমবয়সী দলনেতারা এবং সমবয়সী শিক্ষকরা পূর্ব-নির্ধারিত বিষয়ে নিজ নিজ ক্লাসে সাপ্তাহিক পুষ্টি শিক্ষা

সেশন পরিচালনা করবেন। একটি চক্র সম্পূর্ণ করতে তিন মাস প্রয়োজন, যা সারা বছর জুড়ে মোট চারবার পুনরাবৃত্তি হবে।

পুষ্টি শিক্ষা অধিবেশনগুলি একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালনা করা হবে যেমন; উপস্থাপনা এবং আলোচনা পর্ব, কুইজ, বিতর্ক, গেমস, বুকলেট এবং মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে বিনোদন শিক্ষা, ইত্যাদি।

সুনির্দিষ্টভাবে কেবল এই বিষয়গুলোই না হলেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পুষ্টি শিক্ষার অধীনে অগ্রাধিকার পাবে;

- খাদ্য এবং পুষ্টি: সুস্বাদু খাদ্য
- স্থূলতা প্রতিরোধের গুরুত্ব
- আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতা নিয়ন্ত্রণ
- আয়োডিন এবং অন্যান্য অণুপুষ্টির ঘাটতি
- বাল্যবিবাহের ফলাফল এবং এর প্রতিরোধ
- স্বাস্থ্যকর জীবনচর্চার জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন
- খতুস্রাবের সময় পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা
- স্বাস্থ্যবিধি মানা এবং পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুতির অনুশীলন

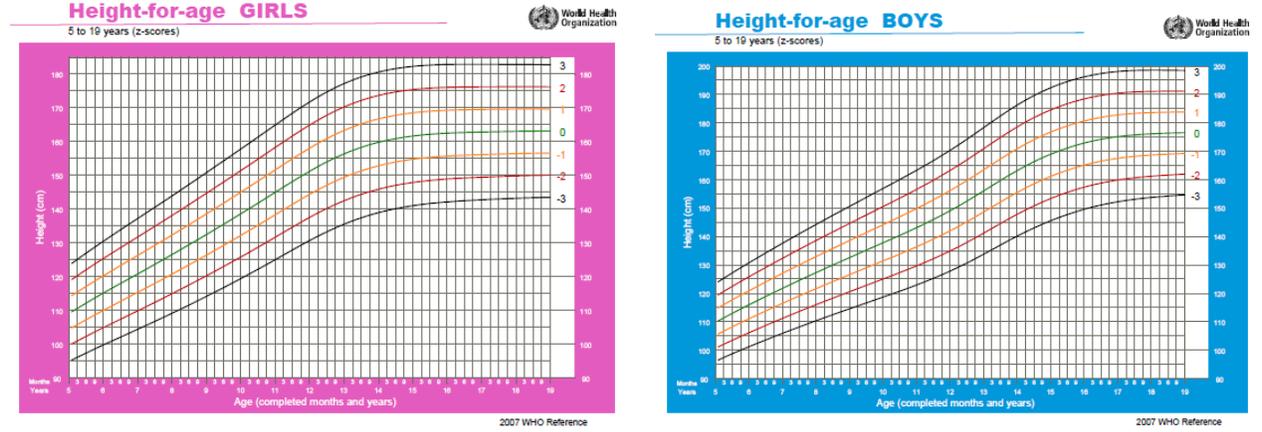
৩.২ ওজন এবং উচ্চতা মনিটরিং করা

কৈশোরকাল হচ্ছে দ্রুত বিকাশের একটি সময়কাল: যেখানে ৪৫% পর্যন্ত কঙ্কালের বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রাপ্তবয়স্কের উচ্চতার ১৫ থেকে ২৫% তৈরি হয় এই কৈশোরকালে (রিস এবং ক্রিস্টিন, ১৯৮৯। কৈশোরকালীন বৃদ্ধির সময়ে মোট হাড়ের পরিমাণের ৩৭% পর্যন্ত তৈরি হতে পারে (কি এবং কি, ১৯৯৪)। পুষ্টি বিশেষত শৈশবকাল, শৈশব এবং কৈশোর জুড়ে বৃদ্ধি এবং বিকাশের উপর প্রভাব ফেলে; আর এজন্যই অবশ্যই কৈশোরাবস্থায় পুষ্টির চাহিদা সবচেয়ে বেশি (Lifshitz, Tarim and Smith, 1993).

কৈশোর বয়সের ৮০% এরও বেশি বৃদ্ধি (ওজন এবং উচ্চতা অর্জন) প্রথম কৈশোরকালের শুরুর দিকেই (১০-১৫ বছর) হয়। শৈশবকালীন বৃদ্ধির ঘাটতিগুলো পূরণের জন্য কৈশোরকালীন বৃদ্ধিকে আগ্রহের সাথে দেখা হয়। এই কৈশোরের বৃদ্ধি বিকাশ জ্ঞানীয়, সংবেদনশীল এবং হরমোনগত পরিবর্তনের সাথেও জড়িত। একটি মেয়ের কৈশোরকাল সাধারণত গড়ে ১০ বছর বয়স থেকে শুরু হয় এবং তা প্রায় ১২ বছর অবধি সবচেয়ে বেশি গতিতে তার বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু একটি ছেলের কৈশোরকালীন বৃদ্ধি শুরু হয় ১২ বছর বয়সের দিক থেকে এবং এক বা দুই বছরে তা মেয়েদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়। একটি মেয়ে তার প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চতা সাধারণত প্রায় ১৬ বছর বয়সে অর্জন করে যা একটি ছেলে তা পায় ১৮ বছর বয়সে।

স্কুলের ছেলে-মেয়েদের বৃদ্ধি বোঝার জন্য তাদের উচ্চতা পরিমাপ করা গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের কৈশোরকালেই অর্জন করার কথা।

উচ্চতা পরিমাপ



- কিশোর-কিশোরী সমবয়সী দলনেতা/সমবয়সী শিক্ষকেরা কিশোর-কিশোরী ছেলে-মেয়েদের উচ্চতা পরিমাপ করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।
- একটি উচ্চতা মাপার ফিতা দেয়ালের একটি উপযুক্ত স্থানে থাকবে যেন যে কোনও শিক্ষার্থী তাদের উচ্চতা পরিমাপ করতে পারে।
- স্কুল ক্যালেন্ডার বছরের শুরুতে সমবয়সী দলনেতা/সমবয়সী শিক্ষকেরা একটি নির্দিষ্ট সপ্তাহে উচ্চতা পরিমাপের অধিবেশনটি আয়োজন করবেন এবং সমস্ত শিক্ষার্থীকে তাদের উচ্চতা পরিমাপের জন্য নিয়ম করে আমন্ত্রণ জানাবে।
- সকল শিক্ষার্থীর উচ্চতা একটি রেজিস্টার/ডিজিটাল সিস্টেমে রেকর্ড করা হবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থাকা সমস্ত শিক্ষার্থীর শারীরিক বৃদ্ধি বুঝতে চার্টে প্লট করা হবে। প্লট করা উচ্চতার চার্টটি ছাত্র/কিশোর-কিশোরী ক্লাবের দেয়ালে স্থাপন করা হবে যেন ছয় মাস পরে একই শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করতে পারে।
- কৈশোর বয়সী ছেলে-মেয়েদের শারীরিক বিকাশের অগ্রগতি জানতে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পুষ্টি কার্যক্রমের প্রভাব বুঝতে ছয় মাসের ব্যবধানে এই অনুশীলনটি পুনরাবৃত্তি করবে।

বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই)

ডাব্লুএইচও-এর বয়স-ভিত্তিক বিএমআই ব্যবহার করে এডলোসেন্ট গ্রোথ স্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে কৃশতা এবং অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূলতা চিহ্নিত করা হয় (de Onis et al. 2007).

বিএমআই পরিমাপ

ধরা যাক কিশোরীর বয়স ১২ বছর, ওজন ২৮ কেজি এবং উচ্চতা ১.২৫ মিটার। নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করে প্রাপ্ত বিএমআই ১৭.৯২. এটি বোঝায় যে, তার বৃদ্ধি স্বাভাবিক মাত্রায়।

ওজন (কেজি)

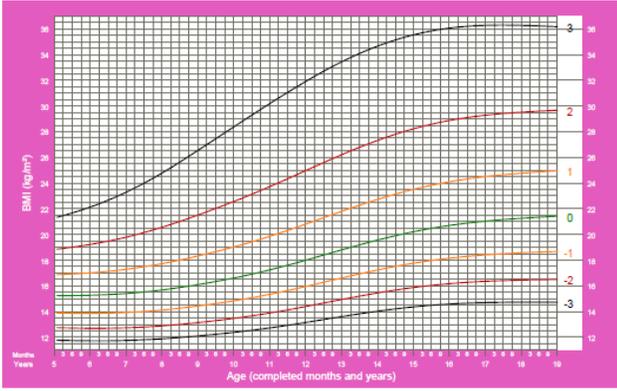
২৮

$$\text{বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই)} = \frac{\text{ওজন (কেজি)}}{\text{উচ্চতা (মিটার}^2\text{)}} = \frac{28}{1.25 \times 1.25} = 19.82$$

এইভাবে সমস্ত শিক্ষার্থীর ওজন এবং বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) একটি রেজিস্টার বইতে রেকর্ড করা হবে এবং বছরের মধ্যে দুবার চার্টে প্লট করা হবে। এবং স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা এবং ডাব্লুএইচও বিএমআই চার্ট ব্যবহার করে কীভাবে বিএমআই পরিমাপ করতে হয় এবং পুষ্টির অবস্থা বুঝতে হয় তা তাদেরকে শেখানো হবে।

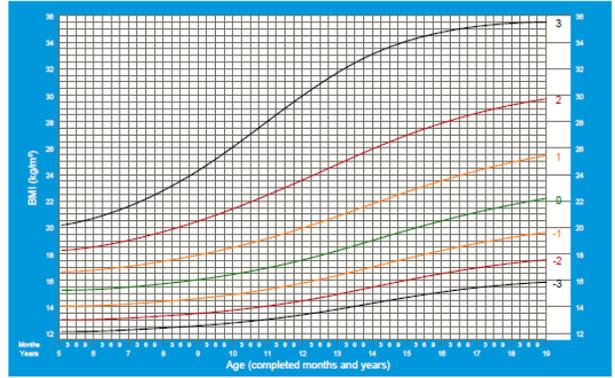
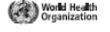
BMI-for-age GIRLS

5 to 19 years (z-scores)



BMI-for-age BOYS

5 to 19 years (z-scores)



৩.৩ স্কুলে সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক এসিড (ডব্লুআইএফএ) এর সম্পূর্ণ রক্তের পরিমাণ এবং পেশীর দ্রুত বৃদ্ধি ও প্রসারণের সাথে সাথে আয়রনের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। ছেলেরা যেহেতু মেয়েদের চেয়ে দ্রুতহারে শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠে বলে মেয়েদের চেয়ে তাদের বেশি পরিমাণে আয়রনের প্রয়োজন হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে খতুস্রাব আয়রনের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। কিশোর-কিশোরীদের আয়রন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে উত্সাহ দেওয়া উচিত। খাবারে আয়রন পাওয়া যায়: যেসব খাবারে সর্বাধিক এবং সবচেয়ে বেশি শোষণযোগ্য লোহার সামগ্রী রয়েছে তা হ'ল লাল মাংস এবং কলিজা। তাছাড়া সবুজ শাক, কলা, শিম, পেঁপে, মসুর, গম এবং গুড়ের মধ্যেও আয়রন পাওয়া যায়। তবে খাবারে বৈচিত্র না থাকলে খাবার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়রন পাওয়া বেশ কঠিন। আয়রন পরিপূরক কিশোর-কিশোরীদের রক্তাশূন্যতা হতে বাধা দেয়, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং বুদ্ধির বিকাশ এবং স্কুলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যেহেতু আমাদের দেহে ভিটামিন এ এর মতো আয়রন প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষণ করা যায় না তাই নিয়মিত আয়রন গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং তা কিশোরীদের জন্য বেশি প্রয়োজ্য।

ডাব্লুএইচও গাইডলাইন "ইন্টারমিটেন্ট আয়রন এন্ড ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টেশন ইন মেনসট্রুইং ওমেন ২০১১" অনুসারে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের কিশোরীদের মধ্যে রক্তাশূন্যতার প্রকোপ ও উচ্চ প্রবণতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক আয়রন এবং ফলিক এসিড (ডাব্লুআইএফএ) পরিপূরক কর্মসূচি শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

১০-১৫ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে রক্তশূন্যতার প্রকোপ হ্রাস করাই হচ্ছে ডাব্লুআইপিএফএ প্রোগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

টার্গেট গ্রুপ: সরকারী / সরকারী সহায়তায় / পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে, মাদ্রাসায়, স্কুলের বাইরে থাকা কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলিতে এবং কিশোর-বান্ধব স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে যোগদান করা কিশোর-কিশোরীরা।

ইন্টারভেনশন: একটি নির্দিষ্ট দিনে সাধারণত বৃহস্পতিবার সকাল বেলা এসেসম্বলির সময় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে কৈশোর বয়সী মেয়েদের মধ্যে (ঋতুস্রাবকালীন মেয়েদের বয়স ১০-১৯ বছরের মধ্যে) আয়রন ফলিক অ্যাসিড (৬০ মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রণ এবং ৪০০ মাইক্রোগ্রাম ফলিক অ্যাসিড) দেয়া।

বিঃদ্রঃ: ডাব্লুএইচওর গাইডলাইন ২০১১ অনুসারে, কৈশোরবয়সী মেয়েদের (৬০ মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রণ এবং ২.৮ মিলিগ্রাম ফলিক অ্যাসিড) সহ আইএফএ গ্রহণ করা উচিত এবং স্কুলে বা সারাবছর জুড়ে/ মাঝে মাঝে পরিপূরক সরবরাহ করা যেতে পারে। কতটুকু বা কীভাবে আইএফএ খেতে হবে সে বিষয়ে MOHFW-এর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই বর্তমানে থাকা নির্দেশনা অনুসারেই কৈশোরবয়সী মেয়েদের জন্য WIFA পরিপূরক শুরু হবে এবং পরবর্তীতে ডাব্লুএইচওর প্রস্তাবিত নির্দেশনা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে।

পরিচালক: গাইড শিক্ষক, সমবয়সী দলনেতা এবং সমবয়সী শিক্ষকদের সহায়তায় প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণিশিক্ষক তাদের ছাত্রীদের মধ্যে আইএফএ পরিপূরক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

WIFA বাস্তবায়নের সময় মূল বিবেচনা:

- বৃহস্পতিবারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন সকালের নাস্তা খেতে উত্সাহিত করুন। কোনও কিশোরী সকালের নাস্তা খাওয়া ছাড়া আইএফএ পরিপূরক গ্রহণ করবে না।
- গাইড শিক্ষকরা অন্যান্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ডাব্লুআইপিএফএ প্রোগ্রামের বিষয় পরিচিত করবেন।
- কীভাবে ব্যক্তিগত কমপ্লায়েন্স কার্ডগুলি পূরণ করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের দেখানো।
- ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে ভর্তি কিশোর-কিশোরীদের আইএফএ ট্যাবলেট খাওয়ার সময় তদারকি নিশ্চিত করতে শ্রেণি শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা।
- আইএফএ ট্যাবলেট গ্রহণের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষার্থী যদি বৃহস্পতিবার অনুপস্থিত থাকে বা আইএফএ ট্যাবলেট গ্রহণ থেকে বাদ পড়ে, তবে পরের সপ্তাহের মধ্যে তা দিয়ে দেয়া। কৈশোরকালীন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রক্তশূন্যতা থাকলে স্বাস্থ্যসেবাতে হিমোগ্লোবিনের লেভেল পরীক্ষা না হওয়া অবধি সাপ্তাহিক আইএফএ পরিপূরক চালিয়ে যাওয়া।
- স্কুল ছুটির জন্য বন্ধ করার আগে, ছুটির দিনগুলোতে শিক্ষার্থীদের পিতামাতার তত্ত্বাবধানে খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইএফএ ট্যাবলেট সরবরাহ করা উচিত। ছুটির পরে,

শিক্ষকরা খাওয়া হয়েছে নিশ্চিত করতে খালি আইএফএ ট্যাবলেট স্ট্রিপগুলি পরীক্ষা করবেন।

- পুষ্টি শিক্ষা সেশনের সময় শিক্ষার্থীদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত করা উচিত। কারো কারো বেলায় কালো মল, বমি বমি ভাব এবং বমি দেখা দিতে পারে তবে এ জাতীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রায়শই ক্ষণস্থায়ী হয় এবং প্রতিদিন খেলে এর পুনরাবৃত্তি অনেক কম হয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পায়।
- মেয়েদেরকে আইএফএ পরিপূরক সম্পর্কিত সুবিধাগুলি সম্পর্কে শিক্ষকদের যা অবহিত করা উচিত:

- ✦ স্কুলে মনোযোগ এবং স্কুলের কর্মক্ষমতা বাড়া
- ✦ শক্তিশালী অনুভব করা এবং কম ক্লান্ত বোধ করা
- ✦ প্রতিদিনের কাজে শক্তির পরিমাণ এবং আউটপুট বৃদ্ধি করা
- ✦ রুচি বৃদ্ধি
- ✦ কাজ এবং উপার্জনের সামগ্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধি
- ✦ ভালো ঘুম
- ✦ উন্নত ত্বকের উপস্থিতি
- ✦ মাসিক নিয়মিতকরণ
- ✦ গর্ভ-পূর্ব স্বাস্থ্য নির্মাণ

আইএফএ ট্যাবলেটের প্রয়োজনীয়তা এবং মজুদ যাচাই

- গাইড শিক্ষক সরবরাহ যাচাইয়ের জন্য দায়বদ্ধ এবং সরবরাহ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সহকারির নিকট আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।
- আইএফএ মজুদ বিষয়ে শিক্ষকদের গাইড করুন এবং একটি রেজিস্টার বজায় রাখুন।
- আইএফএ ট্যাবলেটগুলির বার্ষিক সরবরাহ সরাসরি সূর্যের আলো থেকে দূরে একটি পরিষ্কার, শুকনো এবং ধুলাবালি মুক্ত জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত।
- বার্ষিক কত পরিমাণ আইএফএ ট্যাবলেট প্রয়োজন প্রতিটি স্কুলের গাইড শিক্ষক (শিক্ষকগণ) তার খসড়া হিসাব করবেন।

আইএফএ ট্যাবলেটগুলির আনুমানিক হিসাব

- বছরের জন্য আইএফএ ট্যাবলেট = $৫২ \times ৬-১০$ ম শ্রেণি/বছর মোট শিক্ষার্থী (কেবলমাত্র মেয়েরা)। বাফার হিসাবে অতিরিক্ত ২০% মজুদ যুক্ত করা হবে।

- অনুমানের হিসাবের পর, স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীচের নির্ধারিত ফরমে আইএফএর জন্য প্রয়োজনীয় আবেদনটি স্বাস্থ্য সহকারির মাধ্যমে ইউএইচএফপিওতে জমা দেবেন।

- ইউএইচএফপিও সিভিল সার্জন অফিসের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় আইএফএ সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।

ডাব্লুআইএফএস প্রোগ্রামের অধীনে মজুদের প্রয়োজনীয়তা	
স্কুলের নাম:	
স্কুলের ঠিকানা:	
কিশোরীর মোট সংখ্যা:	
২০২০ সালের জন্য বার্ষিক চাহিদা:	
পরবর্তী তিন মাসের জন্য মোট আইএফএ ট্যাবলেটের চাহিদা:	
ডাব্লুআইপিএ বিতরণ সময়কাল: মাস--মাস, বছর	
স্বাক্ষর (গাইড শিক্ষক ১)	স্বাক্ষর (গাইড শিক্ষক ২)
স্বাক্ষর: প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ	

পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন:

- গাইড শিক্ষক এবং শ্রেণি শিক্ষকরা কমপ্লায়েন্স কার্ডটি সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা তা তদারকি করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।
- আইএফএ গ্রহণের তথ্য প্রতি সপ্তাহে শ্রেণীর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট ক্লাসের সমবয়সী দলনেতা / সমবয়সী শিক্ষকদের (৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) রেজিস্ট্রারে (সংযুক্তি ১) উঠানো হবে।
- মাসের শেষে, শ্রেণী শিক্ষককে প্রতি মাসে ৪/৫ জন আইএফএ ট্যাবলেট সেবনকারী মেয়েদের সংখ্যার (এক মাসে পাঁচ সপ্তাহের ক্ষেত্রে পাঁচটি ট্যাবলেট) তথ্য সংকলন করতে হবে।
- যে মেয়েরা একমাসে চারটি আইএফএ ট্যাবলেট সেবন করতে পারছে না তাদের ক্ষেত্রে না সেবনের কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং তা স্কুল রিপোর্টে সংকলিত হবে।
- শ্রেণী শিক্ষকরা, গাইড শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতি মাসের জন্য মাসিক তথ্য সংকলন করবেন।
- গাইড শিক্ষকরা মাসিক স্কুল-রিপোর্টিং ফর্ম্যাটে (সংযুক্তি ২) ক্লাস রিপোর্টিং ফর্ম্যাটগুলি থেকে সমস্ত তথ্য একত্রিত করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিবেন।

- প্রধান শিক্ষক মাসিক স্কুল রিপোর্টিং ফর্ম্যাটে তথ্য পর্যালোচনা করবেন, স্বাক্ষর করবেন এবং ডিএইচআইএস-২ এর সাথে ই-রিপোর্টিং সিস্টেম সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ম্যানুয়ালি উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অফিসগুলিতে জমা দিবেন।
- প্রধান শিক্ষক এই মাসিক স্কুল প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পুষ্টিবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটিতে (এসিএন) প্রেরণও করবেন।
- সব মেয়েরা আইএফএ ডায়রিটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে আইএফএ প্রাপ্তির নিজস্ব রেকর্ডের জন্য ব্যবহার করবে।

সংযুক্তি ২: মাসিক স্কুল রিপোর্ট

বিভাগ:	জেলা:	উপজেলা:
গ্রাম:	মাস/বছর	
স্কুলের নাম:	স্কুলে ক্লাস: ৬ষ্ঠ / ৭ম / ৮ম / ৯ম / ১০ ম (টিক দিন)	
৬-১০ ম শ্রেণির ছাত্রীর সংখ্যা:	মোট:	
সরবরাহের বিশদ		
	আইএফএ ট্যাবলেট	
স্কুলে সরবরাহের তারিখ		
স্কুল কর্তৃক প্রাপ্ত পরিমাণ		
ট্যাবলেটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখ		
মাসের শুরুতে মজুদ		
প্রতিবেদনের মাসে আওতাধীন জনসংখ্যা		
প্রতিবেদনের মাসে ৪/৫ টি আইএফএ ট্যাবলেট প্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা		
প্রতিবেদনের মাসে ছাত্রীদের দ্বারা সেবিত মোট আইএফএ ট্যাবলেটের সংখ্যা		
স্কুলে আইএফএ ট্যাবলেটের ব্যালেন্স		
অমান্যকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা (মাসে ৪ টিরও কম ট্যাবলেট খেয়েছে এমন)		
মাব্বারি/গুরুতর রক্তশূন্যতায় ভোগা ছাত্রছাত্রী	সনাক্তকৃত	
	রেফারকৃত	
নোডাল শিক্ষক দ্বারা প্রতিবেদনের মাসে পুষ্টি স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিবেশনগুলির বিষয়গুলি		
মান্যকারীর হার (প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাসে ৪ টি ট্যাবলেটের কম সেবন করেছে তার শতাংশ হার)		
কোনও পার্শ্ব/ বিকল্প প্রতিক্রিয়ার মন্তব্য		
গাইড শিক্ষক ১	গাইড শিক্ষক ২	প্রধান শিক্ষক
নাম:	নাম:	নাম:

৩.৪ কৃমিনাশ

বাংলাদেশে, বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে দুর্বল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্যহীন পরিবেশের কারণে কৃমির সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অল্পের কৃমি মূলত পরজীবী জীব, যা মানুষের অল্পের মধ্যে থাকে এবং আমাদের বৃদ্ধি এবং সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের শোষণকে প্রভাবিত করে। বেশ কয়েক ধরণের কৃমি রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ রাউন্ডওয়ার্ম, হুকওয়ার্ম, থ্রেডওয়ার্ম এবং টেপওয়ার্ম, তবে বাংলাদেশে স্কুল-বয়সী শিশুদের মধ্যে রাউন্ডওয়ার্ম এবং হুকওয়ার্মগুলি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কৃমিনাশের মাধ্যমে কৃমিগুলিকে মেরে ফেলা হয় এবং যদি এটা নিয়মিতভাবে করা হয় তবে শিশুদের কৃমির বড় সমস্যা প্রতিরোধ করে, যা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার উপর প্রভাব রাখে। কৃমিনাশ একটি নিরাপদ, সহজ এবং স্বল্পব্যয়ের ইন্টারভেনশন: সর্বাধিক ব্যবহৃত ড্রাগ অ্যালবেনডাজল জৈব-রাসায়নিকভাবে নিরাপদ প্রমাণিত, যা একবার খাওয়ানোর ওষুধ।

২০১৭ সালে, এমওএইচএফডাব্লু-এর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন কমিউনিকেশন ডিজিটাল কন্ট্রোল (সিডিসি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় অধিদফতরের সাথে সমন্বিতভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য (বালক ও বালিকা) প্রতি বছরে দু'বার কৃমিনাশ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ চালু করেছে। প্রোগ্রামটিতে কৃমিনাশ সপ্তাহের জন্য দুই মাস ঠিক করা হয়েছিল। অ্যালবেনডাজল (৪০০ মিলিগ্রাম) ট্যাবলেটটির প্রথম ডোজ এপ্রিলের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ডোজ প্রথম ডোজ দেওয়ার পরে অক্টোবরে/ছয় মাসের মধ্যে দেওয়া উচিত। প্রতি বছর সপ্তাহ শুরুর আগে সিডিসি সাধারণত সমস্ত শিক্ষা অফিসার, স্বাস্থ্যসেবাদানকারী, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী এবং শিক্ষককে ডিওয়ার্মিং সপ্তাহ বাস্তবায়নের বিষয়ে সকল দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে থাকে।

৩.৫ পুষ্টিহীন, রক্তশূন্য এবং অন্যান্য পুষ্টির ক্ষেত্রে যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন তাদেরকে রেফারেল করা

সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিশোর-কিশোরীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবার স্থানগুলোতে সঙ্গে রেফারেল সংযোগ স্থাপন করা উচিত যেখানে গুরুতর রক্তশূন্যতা, মারাত্মক অপুষ্টি এবং মানসিক স্বাস্থ্য যেমন যৌন সমস্যা, যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো অন্যান্য সমস্যা সমাধান করার মত সুযোগ থাকে।

কিশোর-কিশোরীদের (১০-১৯ বছর) গুরুতর তীব্র অপুষ্টি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ডাব্লুএইচওর সুপারিশ অনুসারে চিকিৎসা করার জন্য রেফার করা উচিত।

অসুস্থ শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিকটস্থ এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলিতে রেফার করার জ্ঞান এবং দক্ষতা বিদ্যালয়ের গাইড শিক্ষক, নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যদের থাকতে হবে:

- অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতায় ভোগা শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরণ এবং স্বাস্থ্যপরামর্শের জন্য নিকটতম এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রেফার করা। ছাত্রীদের মাঝারি/গুরুতর রক্তশূন্যতা পরিমাপের জন্য নখের নিচ, হাতের তালু কনুজাংটিভা এবং জিহ্বার পাণ্ডুবর্ণ পরীক্ষা করা উচিত। (বিঃদ্রঃ অপুষ্টিজনিত ও রক্তশূন্য শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরণে তাদের উচ্চ প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে না বরং শারীরিক পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট)
- আয়রন ফলিক অ্যাসিড পরিপূরক গ্রহণের সময় (কেবল গাইডলাইন অনুসারে শুধুমাত্র খাওয়ার পরে সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়) কোনও ক্ষেত্রে যদি কোনও মেয়ে অস্বস্তি/পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার অভিযোগ করে, শিক্ষক তাকে কাছের স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে রেফার করবেন।
- বিবাহিত কিশোরীদেরকে জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি সেবনসহ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথম গর্ভধারণ পিছিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেয়া।
- যদিও কিশোরীর গর্ভাবস্থা কখনোই কাম্য নয়, তবুও গর্ভবতী কিশোরীকে প্রসবকালীন যত্নের (এএনসি) জন্য নিকটস্থ কিশোর-কিশোরীবাঞ্ছব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রেফার করা উচিত।
- যে কোন শিক্ষার্থীর কোন ধরনের অসুস্থতা ধরা পড়লে যদি চিকিত্সার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে উপযুক্ত চিকিত্সা এবং পরামর্শের জন্য নিকটতম, যথাযথ স্বাস্থ্যসুবিধা সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রেফার করা উচিত।
- বিদ্যালয়ের লম্বা ছুটির সময় শিক্ষার্থীদেরকে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে আইএফএ গ্রহণ করতে অবহিত করা এবং তা সেবনে উত্সাহিত করা হবে।

হাসপাতাল রেফারেল ফর্ম	
স্কুলের নাম:	
স্কুলের ঠিকানা:	
ছাত্র-ছাত্রীর নাম:	
চিহ্নিতকৃত সমস্যা:	
হাসপাতালের নাম:	
রেফার করার তারিখ:	
স্বাক্ষর (গাইড শিক্ষক ১)	স্বাক্ষর (গাইড শিক্ষক ২)
স্বাক্ষর: প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ	

৩.৬ শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহিত করা

সঞ্চালক পেশী দ্বারা উত্পাদিত যে কোনও শারীরিক চলন যা করতে শক্তি ব্যয় হয় তাকে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বলে। এইভাবে, শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় ঘটে। বিদ্যালয়ে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা, বিনোদন এবং নৃত্য প্রোগ্রাম, স্কুল অ্যাথলেটিকস এবং ছুটির সময় সক্রিয় খেলাধুলা; স্কুলে যাওয়া আসার পথে হাঁটা বা সাইকেল চালানো; এবং নিয়মিত পাঠক্রম বহির্ভূত কাজ যা অবসর সময়ে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ করে দেয়।

কৈশোরকালীন শারীরিক ক্রিয়াকলাপের উপযুক্ত স্তরগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক ক্রিয়াকলাপ সঞ্চালক পেশী গঠন এবং হাড়ের স্বাস্থ্য বড়াতে ভূমিকা রাখে, কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম এবং নিউরোমাসকুলার সচেতনতা বৃদ্ধি করে, এবং উদ্বেগ ও হতাশার লক্ষণগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করে। শরীরে শক্তির ভারসাম্য, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং স্থূলত্ব প্রতিরোধের মূলে রয়েছে নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

দৈনিক ৬০ মিনিটের বেশি পরিমাণের দৈহিক ক্রিয়াকলাপ অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করবে।

প্রতিদিনের দৈহিক ক্রিয়াকলাপের বেশিরভাগ অংশটি অ্যারোবিক হওয়া উচিত। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে তিনবার পেশী এবং হাড়কে শক্তিশালী করে এমনগুলি সহ, জোর-তীব্রতার ক্রিয়াকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

কোন ধরনের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ একজন ব্যক্তির করা উচিত?

- প্রতিদিন ৬০ মিনিট- হাঁটাচলা, দৌড়, সাইকেল চালানো, ঘরের কাজ যেমন ঝাড়ু দেওয়া, বল নিয়ে খেলা যেমন লোফালুফি করা ইত্যাদি
- সপ্তাহের একদিন- পেশী তৈরির অনুশীলন- ডনবৈঠক, ভারোত্তোলন, উঠ-বস করা ইত্যাদি
- সপ্তাহে একদিন- হাড় তৈরির অনুশীলন- দড়ি লাফানো, দৌড়ানো, স্কিপিং করা ইত্যাদি

- বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক সাধারণত গেম শিক্ষক হিসাবে পরিচিত (যেখানে তিনি উপস্থিত আছেন) বা তার অনুপস্থিতিতে নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন, গেমস এবং যোগব্যায়ামের জন্য শিক্ষার্থীদের সাথে পরিকল্পনা করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ একজন শিক্ষককে নিযুক্ত করবেন।
- কখন এবং কীভাবে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের সাথে খেলাধুলা এবং শারীরিক অনুশীলন শেখাবে এবং ব্যবস্থা করবে তার একটি পরিকল্পনা / ক্যালেন্ডার গেম শিক্ষক তৈরি করবেন। স্বাস্থ্যকর জীবনধারা প্রচারের সর্বোত্তম উপায় হলো পুরো ক্লাস বা পুরো স্কুলকে সংশ্লিষ্ট করা।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে স্কুলের পরে ইনডোর গেম শেখার জন্য ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইনডোর গেমস বলতে বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, টেবিল টেনিস ইত্যাদি বোঝায়।
- গেম শিক্ষকগণ এবং সমবয়সী নেতারা শারীরিক অনুশীলন যেমন যোগব্যায়াম, এরোবিকস, শরীর এবং পেশী তৈরির অনুশীলন ইত্যাদির বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন।
- সমবয়সী শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ ক্লাসের অনুশীলন পরিকল্পনাগুলি সাজিয়ে নেবেন এবং গেম টিচারার পুরো স্কুলের জন্য অনুশীলন পরিকল্পনাটি সাজাবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। আরও একধাপ এগিয়ে ক্লাসের ইনডোর এবং আউট-ডোর গেমসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্যাপ্টেন নির্বাচন করতে পারে।
- স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য বাই সাইকেল চালাতে উত্সাহ দেওয়া, যা পরিবেশ-বান্ধব, সশ্রমী এবং কার্যকরী। ব্যক্তিগত সুরক্ষা (হেলমেট পরা), রাস্তা-সুরক্ষা এবং ট্র্যাফিক বিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়া উচিত।

অধ্যায় ৪

স্কুলের ক্লাব/কিশোর-কিশোরী ক্লাব এবং কমিউনিটি কিশোর/কিশোরী ক্লাবগুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপন

স্কুল-ভিত্তিক এই প্ল্যাটফর্মটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোর-কিশোরীদের কাছে পৌঁছালেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে শিক্ষার্থীর উচ্চ হারে ঝরে পড়ার কারণে ৫০% এরও বেশি এর আওতায়র বাইরে রয়ে গেছে। জাতীয়ভাবে মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমান উপস্থিতির হার মাত্র ৪৬.১%।

স্কুল-ভিত্তিক এই উদ্যোগটি স্কুলের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুশীলন এবং আচরণকে শিক্ষিত এবং বাড়ানোর জন্য একটি অনন্য সুযোগ তৈরি করেছে। স্কুলগামী কিশোর-কিশোরীরা স্কুলের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের উন্নতি করতে এবং উপযুক্ত পুষ্টির আচরণকে প্রভাবিত করতে পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমওডব্লিউসিএ) কমিউনিটি পর্যায়ে প্রায় ৫,০০০ কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল। স্কুলের ছাত্র/কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলির সমবয়সী নেতৃত্ব/সমবয়সী শিক্ষকরা এই উদ্যোগের মূল অংশ। স্কুলভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম থেকে শিক্ষার মাধ্যমে, সমবয়সী নেতৃত্ব/সমবয়সী শিক্ষকরা তাদের কমিউনিটি পরিবর্তনের রোল মডেল এবং এজেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং কমিউনিটি কিশোর-কিশোর ক্লাবগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কুলের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীদের সাথে জ্ঞান ভাগ করে নিতে পারে।

কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলিও এই নির্দেশিকা অনুসারে পুষ্টি ইন্টারভেনশনের প্যাকেজটি বাস্তবায়ন করবে।

ফ্যাসিলিটের এবং সমবয়সী নেতারা এমওডব্লিউসিএ এবং ডিজিএইচএস এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসের সমন্বয়ের মাধ্যমে কমিউনিটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলিতে পুষ্টি ইন্টারভেনশনের প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ পাবেন।

সংযুক্তি ১ অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরির কৌশল

নিউট্রিশন ইমপ্লিমেন্টেশন কোঅর্ডিনেশন কমিটির (এনআইসিসি) সুপারিশের উপর ভিত্তি করে এই নথিটি তৈরি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের (ডিজিএইচএস) অধীনস্থ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন) এর যৌথ উদ্যোগে সকল বিভাগের ২০টি জেলা থেকে ৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুষ্টিশিক্ষা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে করে ২০১৮ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালে এটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া শুরু করে।

‘অপারেশনাল গাইডেলিনে ফর এডোলেসেন্ট নিউট্রিশন ইন্টারভেনশন্স’-এ বিভিন্ন অংশীদারদের মতামত যেন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করতে মে ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ব্যাপক পরামর্শ প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া হয়েছিল। এই পরামর্শগুলিতে জাতীয় ও উপ-জাতীয় স্তর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা এবং জাতিসংঘের সংস্থার অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে গ্রুপ আলোচনা সভা করা হয়। কর্মশালাটির আউটপুট এবং সুপারিশগুলি সংকলন করে তা নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

২৩ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ তৃতীয় বৈধতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রের মূল ব্যক্তি এবং পরিষেবা সরবরাহকারীদের সাথে বেশ কয়েকটি গ্রুপ আলোচনা এবং ওয়ান-টু ওয়ান আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

MOH&FW এবং MOE-এর অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়ার আগে কার্যনির্বাহী গাইডলাইনটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা এবং চূড়ান্তকরণের জন্য জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন) সাত সদস্যের সমন্বয়ে একটি "ক্ষুদ্র টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ" গঠন করেছিল। টেকনিক্যাল কার্যনির্বাহী গ্রুপটি দৃষ্টি দেয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ এবং সমস্ত জড়িত খাতের সাথে সমন্বয় কার্যকর করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।

নীচের টেবিলটি গাইডলাইন তৈরির উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর তালিকা সরবরাহ করছে

টেবিল: অপারেশনাল গাইডলাইন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাইলফলক

সময় কাল	ঘটনা
	এনআইসিসির সভার সিদ্ধান্ত
২০ মে, ২০১৯	অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরির জন্য সমান্তরালভাবে দুটি স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালা
জুন থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত	অপারেশনাল গাইডলাইনের খসড়া তৈরি এবং পর্যালোচনা
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১৯	স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালার মাধ্যমে অপারেশনাল গাইডলাইনটির পর্যালোচনা এবং বৈধতাদান
অক্টোবর ২, ২০১৯	পর্যালোচনার জন্য টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ গ্রুপ তৈরি করা এবং দায়িত্ব অর্পণ করা
অক্টোবর ২০১৯	৮টি বিভাগে ইউনিসেফের জোনাল নিউট্রিশন অফিসারদের পরিচালিত গাইডলাইনে বর্ণিত বিভিন্ন পদ, বিভাগ, প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়িত্ব বৈধতার জন্য গ্রুপ আলোচনা এবং ওয়ান টু ওয়ান আলোচনা
	টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ গ্রুপ দ্বারা চূড়ান্ত সংশোধিত অপারেশনাল গাইডলাইন
	পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাকের জন্য DSHE -তে জমা দান
	চূড়ান্ত সংকরণ এনআইসিসিতে জমা দেওয়া
	MOHFW কর্তৃক অনুমোদন

সংযুক্তি ২ টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ গ্রুপ

সভাপতি:

ডা. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস)

সমন্বয়কারী:

ডা. নন্দলাল সূত্রধর, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস, আইপিএইচএন

ডা. আইরিন আক্তার চৌধুরী, নিউট্রিশন অফিসার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

সদস্য:

ডা. এমআই বুলবুল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনএনএস

ডা. রোমেন রায়হান, সহযোগী অধ্যাপক, বিএসএমএমইউ

মোঃ মাজহারুল হক মাসুদ, সহকারী পরিচালক, প্রশিক্ষণ, ডিএসএইচই

ডা. আমান উল্লাহ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, স্কুল স্বাস্থ্য, ডিজিএইচএস

ডা. নিজাম উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, এসকেএনএফ

সাইকা সিরাজ, কান্ট্রি ডিরেক্টর, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল

ফাতেমা তুজ-জোহারা, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ, ডিএসএইচই

Annex 3 Contribution through participating operational guideline development workshops